২৯/৫/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৯... কলাম...৮...

দৈনিক জনকণ্ঠ

পাবলিক পরীক্ষায় নকল ও সহিংসতা দেশের শিক্ষা সম্পর্কে বহির্বিশ্বে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ পাবলিক পরীক্ষায় নকল ও সহিংসতা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও শিক্ষার হালচাল সম্পর্কে বহির্বিশ্বে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো এ বছরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় এইচএসসি পরীক্ষায় গণনকল ও সন্ত্রাসের খবর ফলাওভাবে প্রচার করে যাচ্ছে। এলডিসি সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাসেলস যাবার পথে লন্ডনে যাত্রাবিরতিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাবলিক পরীক্ষায় নকল সম্পর্কে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের সম্মুখীন হন। এ ধরনের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী অপ্রস্তুত ও বিব্রত হন এবং বিরক্তি প্রকাশ করেন বলে জানা গেছে।

প্রতি পাবলিক পরীক্ষায় বিবিসি, ভোয়া, এএফপি, এপিসহ আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো সাধারণত বিশেষ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা কভার করত। এ বছরের চিত্র ভিন্ন। এইচএসসির নকল ও সহিংসতা এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রথম পাঁচটি পরীক্ষায় প্রায় ২৫ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, ২০/২৫ হাজার পরীক্ষার্থী নকলের সুযোগ না পেয়ে পরীক্ষা বন্ধ করা, নকলের দাবিতে আন্দোলন, ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষকের ওপর হামলা প্রভৃতি বিষয় বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে অত্যধিক গুরুত্বসহ প্রচারিত হওয়ায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বহির্বিশ্বে হৈ চৈ শুরু হয়েছে। এক বিদেশী সাংবাদিক বাংলাদেশ সফরকালে নকল ও সহিংসতার চিত্র দেখে এতই বিস্মিত হন যে তিনি নিজে এই বিষয়ে কয়েকটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন। বিদেশী একটি সংবাদ মাধ্যমের এক সাংবাদিক জনকণ্ঠকে বলেছেন, এ বছর বিদেশী সংবাদ মাধ্যম বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেবার কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার নকল প্রতিরোধে ব্যাপক প্রচার প্রপাগান্ডা চালায় এবং বেশ কিছু পদক্ষেপও নেয়। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে করা অর্ধলাখ ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহলে তারা পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেল কিভাবে?

লন্ডনের একটি সূত্র জানায়, বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় নকলের দাবিতে আন্দোলন, সহিংসতা ও বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনায় বিদেশের মাটিতে রীতিমতো হৈ চৈ হচ্ছে। সেখানকার বাঙালীরা রীতিমতো বিব্রতকর অবস্থায় পড়ছেন। তাঁরা যখন ছাত্র ছিলেন তখন নকল কেমন হতো এমন প্রশ্নবাণে তাঁরা বিদ্ধ হচ্ছেন। পরীক্ষায় নকল হয়ে উঠেছে পরিহাসের বিষয়।

বাংলাদেশ থেকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যান। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনিতেই আন্তর্জাতিক মান বিবেচনায় অবহেলিত, গুরুত্বহীন।